146212 - মাসকিরে কারণে কোন নারী আশুরার রোযা রাখতে না পারলে তনিি কি সে রোযা কাযা পালন করবনে?

প্রশ্ন

মুহররম মাসরে ৯, ১০ ও ১১ তারখিে কোন নারী যদি মাসকিগ্রস্ত থাকনে তাহলে তনিি পবত্রিতার গোসলরে পর এ রোযাগুলো কি রাখতে পারবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যনিি আশুরার রোযা যথাসময়ে রাখতে পারনেনি তনিি এ রোযাগুলোর কাযা পালন করবনে না। কনেনা এ রোযা কাযা পালনরে বষিয়টি সাব্যস্ত নইে। এবং যহেতেু এ রোযা রাখার প্রতদিান ১০ ই মুহররম রোযা রাখার সাথে সম্পৃক্ত; সে তারখি তো পার হয়ে গছে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

আশুরার দনিে যে নারী হায়যেগ্রস্ত ছলিনে তনিি কি আশুরার রোযাটি পরে কাযা পালন করবনে? কোন্ নফল আমলরে কাযা পালন করা যাব; আর কোন্ নফল আমলরে কাযা পালন করা যাবে না — এ বষিয়ক কোন নীতমিালা আছে কি? আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

জবাবে তনিি বলনে: নফল আমল দুই প্রকার: বশিষে কোন কারণ কন্দ্রেকি নফল আমল। কোন কারণ বহীন নফল আমল। সুতরাং যে নফল আমলগুলো বশিষে কোন কারণরে সাথে সম্পৃক্ত সগেুলোর কারণ শষে হয়ে গলেে আমলটরি বধিানও শষে হয়ে যাব; আমলটি আর কাযা করা যাবে না। যমেন- তাহয়িযাতুল মাসজদিরে নামায। কোন লোক মসজদিে ঢুকে যদি বসে পড়ে এবং দীর্ঘ সময় চলে যায় এরপর তাহয়িযাতুল মসজদিরে নামায পড়তে চায় ঐ নামায আর 'তাহয়িযাতুল মসজদি' হবে না। কারণ তাহয়িযাতুল মাসজদিরে নামায বশিষে কারণকন্দ্রেকি ও নর্দিষ্টি কারণরে সাথে সম্পৃক্ত। সে কারণটি যদি শষে হয়ে যায় তাহলে সে আমলরে বধিান আর অটুট থাকে না। যমেন- অগ্রগণ্য মতে, আরাফার দনি ও আশুরার দনিরে রোযা। কউে যদি কোন ওজর ছাড়া আরাফার রোযা কংিবা আশুরার রোযা সময়মত না রাখে কোন সন্দহে নইে য, সে ব্যক্তি এ রোযাটি আর কাযা পালন করতে পারবে না। কাযা পালন করলওে সে উপকার পাবে না। অর্থাৎ এটি য, আরাফার দনিরে রোযা বা আশুরার দনিরে রোযা সে উপকার সে পাবে না। আর যদি ব্যক্তরি কোন ওজর থাকে যমেন- হায়যে বা নফিাসগ্রস্ত নারী, অসুস্থ

ব্যক্তি; অগ্রগণ্য মতে, এরাও এ রোযার কাযা পালন করতে পারবে না। কারণ এ রোযাটি বিশিষে একটি দিনরে সাথে খাস; সইে দনিটি অতবিাহতি হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে রোযা রাখার বধিানও শষে হয়ে গছে।[শাইখ উছাইমীনরে 'মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন' (২০/৪৩)]

তবে, যে ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত ছলি যমেন- হায়যে বা নফিাসগ্রস্ত নারী, রোগী বা মুসাফরি যদি তার অভ্যাস থাকে যে, সে এ দনিটরি রোযা রাখে কংিবা তার ঐ দনিটরি রোযা রাখার নয়িত ছলি তাহলে সে তার নয়িতরে ভত্তিতিে সওয়াব পাবে। দললি হচ্ছে সহহি বুখারীতে (২৯৯৬) আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "কোন বান্দা যদি অসুস্থ হয় কংিবা সফরে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি মুকীম ও সুস্থ থাকা অবস্থায় যে আমলগুলো করত ঐ আমলগুলোর সওয়াব তার আমলনামায় লখিে দওেয়া হবে।"

ইবনে হাজার বলনে: তাঁর কথা: "সে ব্যক্তি মুকীম ও সুস্থ থাকা অবস্থায় যে আমলগুলো করত ঐ আমলগুলোর সওয়াব তার আমলনামায় লখিে দওেয়া হবে" এ কথা সে ব্যক্তরি ক্ষত্রেে যে ব্যক্তি নকিে আমল করত; সটো থকেে বাধাগ্রস্ত হয়ছে। তার নয়িত হচ্ছে- যদি এ প্রতবিন্ধকতা না থাকত তাহলে সে ব্যক্তি আমলরে উপর অব্যাহত থাকত।"[সমাপ্ত; ফাতহুল বারী]

আল্লাহই ভাল জাননে